রিচ ড্যাড
পুওর ড্যাড

রবার্ট টি কিয়োসাকি
শ্যারন এল লেচটার, সিপিএ

ভাষান্তর : মোহাম্মদ আব্দুল লতিফ

Tuna Bari
Market together

মুক্তদেশ
মুক্তচিন্তার সৃজনশীল প্রকাশন

সূচিপত্র

ভূমিকা ০৯
একটি চাহিদার কথা ০৯
লেসন প্রথম ২৭
অধ্যায় ১ : ধনি বাবা, গরিব বাবা ২০
রবার্ট টি কি'য়োসাকী-এর বর্ণনা অনুযায়ী ২০
বরার্ট ফ্রস্টের শিক্ষা ২৪
অধ্যায় ২ : প্রথম লেসন—ধনীরা টাকার জন্য কাজ করে না ২৭
জীবনের বড় ট্রাপগুলোর একটি এড়িয়ে চলা ৪৬
অধ্যায় ৩ : লেসন দুই—কেন অর্থনৈতিক শিক্ষার প্রয়োজন ৬১
ধনি বিজনেসম্যান ৬১
মিডল ক্লাস কেন স্ট্রাগল করে ৮২
অধ্যায় ৪ : লেসন তিন—নিজের ব্যবসায়/কর্মে মন দিন ৮৬
অধ্যায় ৫ : লেসন চার—ট্যাক্সের ইতিহাস ও করর্পোরেশন-এর শক্তি ৯৪
অধ্যায় ৬ : লেসন পাঁচ—ধনীরা অর্থ উদ্ভাবন করে ১০৫
অধ্যায় ৭ : লেসন ছয়—শেখার জন্য কাজ করুন, টাকার জন্যে নয় ১২৬
অধ্যায় আট : লেসন সাত—জীবনের বাধা অতিক্রম করা ১৪০
অধ্যায় নয় : যাত্রা হলো শুরু ১৫৭
অধ্যায় দশ : আরো কিছু চাই/কিছু করণীয় ১৮০
সঠিক জায়গায় সন্ধান করো ১৮৩
ইতিহাস থেকে শেখো ১৮৪
উপসংহার ১৮৫
কীভাবে একটি শিশুর কলেজ এডুকেশন মাত্র ৭০০০ ডলারে করা যায় ১৮৫
এডুকেশনাল কমার্শিয়াল, তিন প্রকারের আয় ১৮৮
ফিনান্সিয়াল স্বাধীনতার মূলমন্ত্র ১৮৯
শেখার কোনটি সবচেয়ে সহজ ও উত্তম পদ্ধতি ১৯১
বিশ্বসেরা কিছু আত্মোন্নয়ণমূলক বইয়ের পরিচিতি : ১৯২

Tuna Bari
Market Leaders

ভূমিকা

একটি চাহিদার কথা

স্কুল কি শিশুদের বাস্তব জীবনের জন্য প্রস্তুত করে তুলে? 'কঠোর পরিশ্রম করে পড়ো, ভালো গ্রেড পাও এবং তাহলে তুমি মোটা বেনিফিট -এর ভালো চাকরি পাবে' আমার প্যারেন্ট আমাকে বলতেন। তাদের জীবনের লক্ষ্য ছিলো, আমার বড়ো বোন ও আমার জন্যে কলেজ এডুকেশন প্রদান করতে পারা, যাতে আমরা জীবনে সফলতার সবচেয়ে বড়ো সুযোগ পাই। সবশেষে যখন আমি ১৯৭৬ সালে ফ্লোরিডা স্টেইট ইউনিভার্সিটি থেকে একাউন্টিং বিষয়ে ক্লাসের টপ পজিশন অনার্স সহযোগে গ্রাজুয়েট হয়ে ডিপ্লোমা ডিগ্রি অর্জন করলাম, তখন আমার প্যারেন্টসদের লক্ষ্য পূর্ণ হলো। এটা তাদের জীবনের রাজকীয় অর্জন। তাদের মাস্টার প্লান অনুযায়ি আমি একটি বিগ ৮ একাউন্টিং ফার্ম-এ চাকরি পেলাম এবং একটি দীর্ঘ চাকরিজীবন এবং কম বয়সে রিটায়ারমেন্ট এর আশায় থাকলাম।

আমার স্বামী মাইকেল একই পথ অনুসরণ করলো। আমরা উভয়ই এসেছিলাম পরিমিত আয়ের কঠোর পরিশ্রম করা পরিবার থেকে, যারা কাজের শক্ত নৈতিকতায় বিশ্বাসী ছিলাম। মাইকেলও অনার্স সহকারে গ্রাজুয়েট হয়েছিলো কিন্তু সে দুইবারই তা করেছিলো প্রথমে ইঞ্জিনিয়ারিং এবং পরে আইন কলেজে। সে দ্রুত নিয়োগ পেলো প্রেস্টিজিয়াস ওয়াশিংটন ডিসি ল' ফার্মে যা পেটেন্ট ল'তে স্পেশালাইজড ছিলো এবং ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল, ক্যারিয়ারের পথ সুনির্দিষ্ট এবং আগেভাগে রিটায়ারমেন্ট এর নিশ্চয়তা ছিলো।

যদিও আমরা আমাদের ক্যারিয়ারে বেশ সফল হয়েছিলাম কিন্তু আমরা যেমন আশা করেছিলাম তেমন হয়নি। আমরা বহুবার চাকরি বদল করেছিলাম, সব ক্ষেত্রেই সঠিক কারণে, তাই সেখানে কোনো পেনশন প্লান ছিলো না। আমাদের রিটায়ারমেন্ট ফান্ডে শুধুমাত্র আমাদের কন্ট্রিবিউশন যুক্ত হয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছিলো।

মাইকেল ও আমার বিয়ে জীবন খুব চমৎকার ছিলো। আমাদের তিনটি ভালো সন্তান ছিলো। আমি যখন এটা লিখছিলাম তখন এদের দু'জন কলেজে পড়ে এবং একজন মাত্র হাইস্কুল শুরু করেছে। আমরা প্রচুর খরচ করেছি যাতে আমাদের সন্তানের ভালো এডুকেশন পায়।

১৯৯৬ সালে একদিন আমার এক সন্তান স্কুল থেকে ফিরলো মোহভঙ্গ হয়ে। পড়াশুনায় তার একঘেয়েমি ও ক্লান্তি এসে গেছে। 'এখন আমি আমার সময় এমন কিছু সাবজেক্ট পড়তে ব্যয় করবো যেগুলো জীবনে আমি কখনো ব্যবহার করবো না?' সে প্রতিবাদী হয়ে বললো।

চিন্তা না করেই আমি উত্তর দিলাম' কারণ তুমি ভালো গ্রেড না পেলে কলেজে যেতে পারবে না'।

'আমি কলেজে যাই বা না যাই' সে উত্তরে বললো, 'আমি ধনী হতে যাচ্ছি'। 'তুমি যদি কলেজ থেকে গ্রাজুয়েট না হতে পারো, তবে তুমি ভালো জব পাবে না' একটু ভয় নিয়েই এবং মাতৃত্বের উদ্বিগ্নতা নিয়ে আমি বললাম, 'এবং যদি তুমি ভালো জব না পাও, তাহলে তুমি কীভাবে ধনী হবার পরিকল্পনা করবে?'

আমার ছেলে হাসির ভান করলো এবং মৃদু বিরক্তিতে মাথা এদিক ওদিক দোলাতে লাগলো। আমরা এ নিয়ে অনেকবারই কথা বলেছি। সে মাথা নিচু করলো এবং চোখ ঘোরাতে লাগলো। আমার মাতৃত্বের জ্ঞান তার কানে আবারো ঢুকলো না।

স্মার্ট ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলেও, সে সব সময়ে খুব বিনয়ী এবং সশ্রদ্ধ যুবক।

'মম,' সে শুরু করলো। এখন আমার লেকচার শোনার পালা। 'সময়ের সাথে চলো। চারপাশে দেখো। ধনী লোকরা তাদের ডিগ্রির কারণে ধনী হয়নি। মাইকেল জর্ডন এবং ম্যাডোনাকে দেখ। এমনকি বিল গেটস যে হাভার্ড থেকে বাদ পড়ে গিয়েছিলো কিন্তু প্রতিষ্ঠা করলো মাইক্রোসফট। সে এখন আমেরিকার ও বিশ্বের সবচেয়ে ধনী লোক এবং এখনো সে তিরিশের কোটা পেরুয়নি। একজন বেসবল খেলোয়াড় আছে যে বৎসরে ৪ মিলিয়ন ডলার আয় করছে যদিও তাকে বলা হয়, 'মেন্টেলি চ্যালেঞ্জড'।

আমাদের মধ্যে দীর্ঘ নীরবতা নেমে এলো। আমার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো যে, আমার প্যারেন্ট আমাকে যে উপদেশ দিতেন আমিও সেই একই উপদেশ আমার ছেলেকে দিচ্ছি। আমাদের চারপাশের পৃথিবী বদলে গেছে, কিন্তু উপদেশ বদলায়নি এতোটুকুও।

ভালো এডুকেশন ও ভালো গ্রেড আর সফলতা নিশ্চিত করছে না এবং আমার বাচ্চারা ছাড়া আর কেউ তা লক্ষ্য করছে বলে মনে হচ্ছে না।

'মম' সে বলতে থাকলো, 'আপনি ও ড্যাড যে রকম কঠোর পরিশ্রম করছেন আমি সেরকম করতে চাই না। আপনি অনেক টাকা কামাই করছেন, আমরা এক বড়ো বাড়িতে বাস করছি, অসংখ্য খেলনা আমাদের আছে। আমি যদি আপনার উপদেশ শুনি, তবে আমার শেষও আপনাদের মতো হবে, কঠোর ও আরো কঠোর পরিশ্রম করবো, শুধুমাত্র সরকারকে বেশি বেশি ট্যাক্স দেয়ার জন্য এবং ঋণে জর্জরিত হয়ে উড়ে যাবার জন্য। কোথাও আর চাকুরির নিশ্চয়তা নেই। আমি ডাউনসাইজিং ও রাইট সাইজিং সম্পর্কে সব জানি। আমি এও জানি আপনি গ্রাজুয়েট হওয়ার পরে যা আয় করেছিলেন বর্তমানে কলেজ গ্রাজুয়েটরা তারচেয়েও কম কামাই করছে। ডাক্তারদের দিকে দেখুন। তারাও যেরকম রুজি করে অভ্যস্ত সেরকম আর রুজি করতে পারছে না। আমি জানি আমার রিটায়ারমেন্টের পর আমি সোশাল

সিকিউরিটি বা কোম্পানি পেনশনের উপর নির্ভর করতে পারবো না। আমি নতুন উত্তর চাই'।

সে ঠিকই বলছিলো। তার নতুন উত্তর দরকার, আমারো দরকার। আমার পেরেন্টসদের উপদেশ ১৯৪৫ এর আগে যারা জন্মগ্রহণ করেছে তাদের জন্য প্রযোজ্য হবে, কিন্তু এটা আমাদের মতো যারা দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বে জন্মগ্রহণ করেছে তাদের জন্য বিপর্যয় সৃষ্টি করবে। আমি আমার সন্তানদের আর সহজভাবে বলতে পারছি না, 'স্কুলে যাও, ভালো গ্রেড নাও এবং একটি নিরাপদ ও নিশ্চিত জব খুঁজে নাও'।

আমি জানি আমার বাচ্চাদের এডুকেশনকে গাইড করার জন্য আমার নতুন পদ্ধতি খুঁজতে হবে।

একজন মা এবং একজন একাউন্টেন্ট হিসাবে, আমার সন্তানের স্কুল যে সঠিক ফিনান্সিয়াল এডুকেশন পাচ্ছে না সে সম্পর্কে আমি উদ্বিগ্ন। অনেক সন্তান স্কুল ছাড়ার আগেই তাদের হাতে আসে ক্রেডিট কার্ড, যদিও তারা কখনো অর্থ বিষয়ক কোনো কোর্স করেনি বা জানে না কীভাবে ইনভেস্ট করতে হবে, একমাত্র এই বিষয়টাই চিন্তা করে দেখুন কিভাবে কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট ক্রেডিট কার্ডের উপর কাজ করে। সহজভাবে বলতে গেলে, ফিনান্সিয়াল লিটারেসি এবং টাকা কীভাবে কাজ করে তা জানা ছাড়া, তারা তাদের জন্য অপেক্ষায় থাকা বর্তমান বিশ্বকে মোকাবেলা করতে প্রস্তুত হতে পারে না। এই বিশ্ব সঞ্চয় থেকে খরচ করার উপরই বেশি জোর দিয়ে থাকে।

যখন আমার বড়ো ছেলে কলেজের ফ্রেসম্যান থাকা অবস্থায় ক্রেডিট কার্ডের ঋণ নিয়ে অসহায় হয়ে পড়েছিলো। আমি শুধুমাত্র তার ক্রেডিট কার্ড ধ্বংস করতে তাকে সাহায্য করিনি, নিজের জন্য এমন একটি প্রোগ্রাম খুঁজে নিয়েছি যেটা আমার শিশুদের ফিনান্সিয়াল বিষয়ে শিক্ষা দিতে আমাকে সাহায্য করবে।

গত বৎসর একদিন, আমার স্বামী আমাকে অফিস থেকে ফোন করলো, 'আমার সাথে একজন লোক আছেন যার সাথে তোমার দেখা হওয়া দরকার মনে হয়' তিনি বললেন, 'তার নাম রবার্ট টি কিয়োসাকী। তিনি একজন ব্যবসায়ী ও বিনিয়োগকারী এবং তিনি এডুকেশনাল কিছু প্রডাক্ট এর পেটেন্ট এর জন্য আবেদন করেছেন। আমার মনে এটা সেই জিনিস যা তুমি খুঁজছো'।

ঠিক আমি যা খুঁজছিলাম, আমার স্বামী মাইক খুবই অভিভূত হয়ে পড়লো, রবার্ট কিয়োসাকী নতুন প্রডাক্ট ক্যাশ ফ্লো নিয়েছেন যা তিনি তৈরি করছিলেন। তিনি তার প্রটোটাইপ পরীক্ষার সময়ে আমাদের দুজনের অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিয়েছিলেন। একটি লোকাল ইউনিভার্সিটির ফ্রেসম্যান আমার ১৯ বছরের মেয়েকে বলেছিলাম সে এতে অংশগ্রহণ করবে কি না? সে সম্মত হলো।

তিনটি গ্রুপে ভাগ হয়ে ১৫ জন লোক এতে অংশ নিয়েছিলো।

মাইক ঠিকই বলেছিলো। এই এডুকেশনাল প্রোডাক্টটিই আমি খুঁজছিলাম। কিন্তু এতে একটি টুইস্ট ছিলো। এটি ছিলো একটি রঙিন মনোপলি বোর্ড যার মাঝখানে একটি সুস্বজ্জিত ইঁদুর ছিল। মনোপলির সাথে এর পার্থক্য ছিল, এতে দুটো রাস্তা ছিলো, একটি ভিতরের দিকে এবং একটি বাহির দিকে। গেমটির উদ্দেশ্য ছিলো, ভিতর দিকের রাস্তা থেকে বের হয়ে আসা, যাকে রবার্ট বলেছিলেন 'র‍্যাট রেস' এবং বাহিরের রাস্তায় পৌছা বা 'ফাস্ট ট্রেক'। ধনী ব্যক্তিরা বাস্তব জীবনে যেভাবে খেলে থাকে তাকে অনুকরণ করে রবার্ট ফাস্ট ট্রাক তৈরি করেছিলেন।
রবার্ট তখন আমাদের জন্য রেট রেসের ব্যাখা দিলেন।

'আপনি যদি এভারেজ শিক্ষিত, কঠোর পরিশ্রমি লোকদের জীবন দেখেন, সেখানে দেখবেন একই পথ। শিশু জন্ম নেয়, স্কুলে যাওয়া শুরু করে। শিশুটি যখন ভালো ফল করে, ভালো গ্রেড পায়, কলেজে ভর্তি হয় তখন পেরেন্টসরা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেন। শিশুটি গ্রাজুয়েট হয়, হয়ত কোনো গ্রাজুয়েট স্কুলে যায় তখন যেরকম প্রগ্রাম করা আছে ঠিক সেরকমই করতে থাকে, একটি সেফ, নিরাপদ জব বা ক্যারিয়ার খুঁজতে থাকে। শিশুটি চাকরি পায়, একজন ডাক্তার বা একজন ইঞ্জিনিয়ার হয়ে উঠে, অথবা আর্মিতে বা সরকারি কোনো উন্নয়ন কাজে জয়েন করে। সাধারণভাবে শিশুটি টাকা বানাতে লেগে যায়, ক্রেডিট কার্ডগুলো দল বেঁধে আসতে শুরু করে এবং শপিং শুরু হয়ে যায়, যদি এরই মধ্যে শুরু না হয়ে থাকে।

'টাকাকে উড়িয়ে দিতে শিশুটি এমন সব জায়গায় যায়, যেখানে অন্যরা গিয়ে আড্ডায় মজে থাকে, তারা দেখা করে, ডেটিং করে এবং কেউ কেউ বিয়েও করে ফেলে। জীবন তখন মধুময় হয়ে উঠে, কারণ আজ পুরুষ ও নারী সবাই কাজ করছে। দুজনের ইনকাম এক আশীর্বাদ। তারা সফলতা অনুভব করে, তাদের ভবিষৎ উজ্জ্বল মনে হয়, তারা বাড়ি, গাড়ি ও টিভি কেনার সিদ্ধান্ত নেয়, ছুটি নেয় এবং সন্তান জন্ম দেয়। সুখের বান্ডেল চলে আসে। ক্যাশের চাহিদা সর্বত্র দেখা দেয়। সুখি দম্পতি দেখে তাদের ক্যারিয়ার খুবই গুরুত্বপুর্ণ, তাই তারা কঠোর পরিশ্রম শুরু করে দেয়, প্রমোশন এবং বেতন বৃদ্ধি চাইতে থাকে। বেতন বাড়ে তেমনি আরেকটি বাচ্চাও। বড়ো বাড়ির দরকার পড়ে যায়। তারা আরো কঠোর পরিশ্রম করে, ভালো কর্মী হয়ে যায় এবং হয়ে যায় আরো ত্যাগি। তারা আরো স্পেশালাইজড স্কিল অর্জন করতে স্কুলে ফিরে যায় যাতে বেশি পরিমানে আয় করতে পারে। হয়তোবা কেউ কেউ আরেকটি চাকরি নেয়। তাদের আয় বাড়তে থাকে তেমনি বাড়ে তাদের ট্যাক্স ব্রাকেট এবং তাদের নতুন বাড়ির উপর রিয়েল এস্টেট ট্যাক্স, বাড়ে তাদের সোশাল সিকিউরিটি ট্যাক্স এবং অন্যান্য ধরনের ট্যাক্স। তারা অনেক বড় পে-চেক পায় কিন্তু ভেবে পায় না টাকা যায় কোথায়? তারা তাদের ক্রেডিট কার্ড দিয়ে কিছু মিউচুয়াল